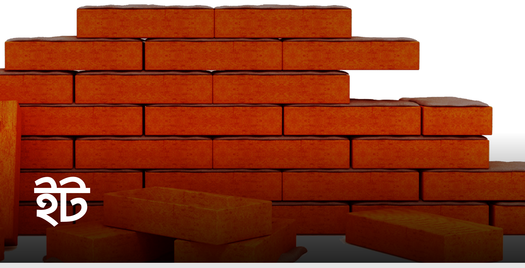

ইট

ভালো মানের ইটের উপর বিল্ডিং এর স্থায়ীত্ব নির্ভর করে। ইটের আকার, আকৃতি ঠিক না থাকলে সিমেন্ট খরচ বেশী হবে, গাঁথুনিও দুর্বল হয়ে যায়।

নির্মাণকাজে প্রধাণত তিন শ্রেণীর ইট ব্যবহৃত হয়ঃ

- **প্রথম শ্রেণীর ইট** – গাঁথুনির সব ধরণের কাজে প্রথম শ্রেণীর ইট ব্যবহার করতে হবে। এই প্রথম শ্রেণীর ইটের দৈর্ঘ্য ৯.৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪.৫ ইঞ্চি, উচ্চতা ২.৭৫ ইঞ্চি। প্রথম শ্রেণীর ইট সুষম ভাবে পোড়ানো হয় এবং সাইজও সঠিক থাকে।

- **দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট** – দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট সাইজে কম বেশী হয়ে থাকে এবং পোড়ানোও সুষম হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট অস্থায়ী গাঁথুনিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া কোন স্থায়ী কাজেই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট ব্যবহারের জন্য নির্দেশিত নয়।

- **পিকেড বা ঝামা ইট** – এটি প্রথম শ্রেণীর ইটের চেয়ে বেশী পোড়া থাকবে। এবড়ো থেবড়ো আকৃতির এই ইট ১ম শ্রেণীর ইটের চেয়ে বেশি শক্ত হবে। খোয়া তৈরির জন্য উপযোগী এই ইট গাঁথুনির কাজে কোন ভাবেই ব্যবহার উপযোগী নয়।

সাইটে ইট পরীক্ষা – প্রথম শ্রেণীর ইটের বৈশিষ্ট্যঃ

ইটের মান নিশ্চিত করা নির্মাণ কাজের অন্যতম পূর্বশর্ত। প্রথম শ্রেণীর ইটের বৈশিষ্ট্য ও সাইটে মান যাচাই করার কিছু উপায় –

- প্রথম শ্রেণীর ইট রং ও মাপে একই রকম হবে।
- দুটো ইট পাশাপাশি নিয়ে আঘাত করলে ধাতব শব্দ শোনা যাবে।
- ১নং ইটের ক্ষেত্রে হাতুরি দিয়ে আঘাত করলে ধাতব আওয়াজ হয়, সাধারণ ইটে তা হয় না।
- দুটি ইট দিয়ে ‘টি’ গঠন করে ৩ ফুট উপর থেকে ফেলে দিলে সেগুলি ভাঙবে না।
- ভালো ইটে নখ দিয়ে আঁচড় দিলে সহজে দাগ পড়ে না।
- ২৪ ঘণ্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখলে নিজ ওজনের সর্বোচ ১৫% পানি শোষণ করবে।
- একটি ইটের ন্যূনতম কম্প্রেসিভ শক্তি হবে ৩০০০ পিএসআই।
- ইট ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই ন্যূনতম ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়, শুধু পাইপ দিয়ে ভিজানো পর্যাপ্ত নয়।
- ব্যবহারের ২ ঘন্টা আগে ইট পানি থেকে উঠিয়ে নিতে হবে।

ইট পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে রাখলে লবণসহ ভিতরের ক্ষতিকারক পদার্থ বের হয়ে যায় এবং কাজ করার সময় মশলার পানি টানে না।

আমরা জেনে নিলাম কিভাবে ভালো মানের ইট চিনে নিতে হয়। অনেক সময় ১ম শ্রেণীর ইটের সাথে ২য় বা ৩য় শ্রেণীর ইট মিশিয়ে সরবরাহ করা হয়। কাজেই ইট সরবরাহ নেওয়ার সময় তা ভালোভাবে দেখে নিতে হবে।